আত্মজৈবনিক

জাহিদ মুস্তাফা

মনিকা জাহান বসু তাঁর সাম্প্রতিক আঁকা চিত্রকর্মের এক প্রদর্শনী করছেন ঢাকার নতুন কলাকেন্দ্র ঢাকা আর্ট সেন্টারে। নিজের বিশ্বাস আর চৈতন্যের সঙ্গে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আঁকা চিত্রকর্মের এই সমাহারের শিরোনাম 'খোল খোল দ্বার'। মার্কিন মুলুকে বসবাসকারী শিল্পী মনিকা জাহানও নিজের

শিল্পী : মনিকা জাহান বসু

অবলোকন এবং অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন একেকটি চিত্রপটে। তিনি শিশুশিল্পীর সরলতায়, লোকশিল্পীর নিষ্ঠায় রিকশাচিত্রের ইমেজ নিয়ে এঁকেছেন সমকালীন জীবনের বাস্তবতা। ক্রূর সময়ের রূঢ়তা ফোটাতে তিনি চিত্রপটে পিগমেন্টের যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছেন। উজ্জ্বল লাল, মিষ্টি গোলাপি আর আকাশ নীলে ক্যানভাস রাঙিয়েছেন। ফ্লুরোসেন্ট রঙের জ্বলজ্বলে স্বভাব আরও উচ্চকিত হয়েছে ফটোগ্রাফির ইমালশন প্রয়োগে।

পিগমেন্টের প্রাচুর্যের সঙ্গে সিনথেটিক ইমেজের বৈপরীত্য এসেছে। তার চিত্রপটে বারবার এসেছে কয়েকটি মটিফ। হাতকাটা ব্লাউজ, একজোড়া লাল বুটজুতো, ইলেকট্রিক মিটার, কাঁটাতার, রিকশা, ভবন নকশা, হৃৎপিণ্ড, নীলপদ্ম ও শাপলা। সরাসরি ব্লাউজ সেঁটে দিয়েছেন তিনি চিত্রপটে।

আমাদের সমকালীন চিত্রকলায় চলমান যে কটি ধারা, তা থেকে মনিকার কাজ ভিন্ন। নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় এটি পপ আর্টের মতো স্বচ্ছ। সমাজ ও রাজনীতিপুষ্ট ছবিতে সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন করে দর্শকচিত্তে আলোড়ন তুলতে হয়। মনিকা এ কাজটি সার্থকভাবেই করেছেন।

মনিকা জন্মসূত্রে আমেরিকান। তাঁর বাবা-মা বাংলাদেশের। মা মুসলিম, বাবা হিন্দু আর তাঁর স্বামী খ্রিষ্টান। ফলে ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে মানুষের জীবনবোধ ও সাধারণের দর্শনে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। জাতপাতহীন নিরপেক্ষ জীবনের বিবেকবোধে চালিত শিল্পী নিজের সৃজনশীলতাকে মানবিক মূল্যবোধে বেঁধেছেন।

শিল্পের শিক্ষা নিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিমের একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে। আইন পড়েছেন, নারীবাদী ও পরিবেশবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

জলবায়ুর পরিবর্তনের চলমান ধারা অক্ষুণ্ন থাকলে বৈশ্বিক উষ্ণতায় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে জলে তলিয়ে যাবে, সেই আশঙ্কাও শিল্পী তুলে ধরেছেন তাঁর একাধিক চিত্রে। ছবি এঁকে নিজের উদ্বেগ লিখেছেন, 'আমরা কোথায় যাব।' ধর্মীয় কুসংস্কার আর গোঁড়ামি নিয়ে শিল্পী প্রতিবাদী হয়েছেন নেকাব-পরা নারী ও মৌলবাদীর অবয়ব আর হাতকাটা ব্লাউজ এঁকে। ইলেকট্রিক মিটার এঁকে সময়ের দ্রুতগতিকে নির্দেশ করেছেন এবং একই সঙ্গে তা উষ্ণীভবনের স্মারক।

মনিকার ছবি বর্ণনাত্মক ও আত্মজৈবনিক। প্রতিবাদী নারীসত্তা, জননীসত্তা ও মানবসত্তা তাঁর চিত্রকর্মে একসঙ্গে প্রকাশ পায়। 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন সেঁটে আঁকা ছবিতে শিল্পী পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন তীব্র শ্লেষে।

প্রদর্শনীটি চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্ত।